মেহেরপুরের কামদেবপুর মাধ্যমিক ও ভৈরব বালিকা বিদ্যালয়ে বাল্য বিবাহ মুক্ত দিবস পালন

“যেখানেই বাল্য বিবাহ , সেখানেই প্রতিরোধ ” প্রতিপাদ্য নিয়ে মেহেরপুর জেলা বাল্য বিবাহ মুক্ত দিবসের বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষে সদর উপেজলার কামদেবপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ভৈরব মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে র্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকোল কামদেবপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ ইসরাইল হোসেন এর নেতৃত্বে সহকারি শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষার্থীদের সহযোগীতায় মেহেরপুর জেলা বাল্য বিবাহ মুক্ত দিবসের বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষে র্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
কামদেবপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু হয়ে কামদেবপুর , কালাচাঁদপুরের প্রধান প্রধান সড়ক পথ প্রদক্ষিণ করে আবার উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে শেষে হয়।
আলোচনা সভায় বক্তব্য দেন প্রধান শিক্ষক মোঃ ইসরাইল হোসেন সহকারি প্রধান শিক্ষক শেরফুল ইসলাম , সহকারী শিক্ষক - তমজিদা পারভীন , নাসির উদ্দিন , আক্কাস আলী , রুহুল আমীন , আব্দুল মান্নান , ফুরকান আলী , জহিরুল ইসলাম , মিরাজুল ইসলাম , মনিরুল ইসলাম , রশিদুল ইসলাম প্রমুখ।

অপর দিকে , ভৈরব মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে র্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান শিক্ষক নাজমা সালেহীন এর নেতৃত্বে মেহেরপুর জেলা বাল্য বিবাহ মুক্ত দিবসের বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষে র্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ভৈরব মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় থেকে শুরু হয়ে উজলপুর, কালাচাঁদপুর , কামদেবপুর , ফতেপুরের প্রধান প্রধান সড়ক পথ প্রদক্ষিণ করে আবার একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়।

পরে আলোচনা সভায় প্রধান শিক্ষক নাজমা সালেহীন , সহকারী শিক্ষক - দিলারা পারভীন , মোঃ ইয়ারুল ইসলাম , মোঃ হাবিবুর রহমান , মোঃ নাদিমুল হক , মোঃ নাহারুল ইসলাম , মোঃ বাবুল হোসেন , শরিফা ইয়াসমিন , মোঃ আসাদুল ইসলাম , মোঃ রফিকুল ইসলাম প্রমুখ বক্তব্য

দেন।

উল্লেখ্য, ২০১৬ সালের ২৭ফেব্রুয়ারী জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মেহেরপুরের সকল ধরনের পেশাজীবি, সমাজের সর্বস্তরের সাধারণ সচেতন জনগন, সুশীল সমাজের সমন্বয়ে মেহেরপুর জেলা ষ্টেডিয়ামে ব্যাপক আয়োজনে, বাংলাদেশের ৬৪জেলার প্রথম বাল্য বিবাহ মুক্ত মেহেরপুর জেলা হিসাবে ঘোষনা করেন সাবেক মন্ত্রী পরিষদ সচিব শফিউল আযম। সেই থেকে প্রতি বছরে এই দিবসটি উদযাপন হয়ে আসছে।

পিইসিতে বৃত্তি প্রাপ্তিতে জিনিয়াস স্কুলের সাফল্য

মেহেরপুরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জিনিয়াস ল্যাবরেটরী স্কুল এন্ড কলেজে ২০১৯ সালের পিইসি পরীক্ষায় বৃত্তি প্রাপ্তীতে ব্যাপক সাফল্য পেয়েছে। একই স্কুল থেকে ৩০ জন শিক্ষার্থী বৃত্তি পেয়েছে। এর মধ্যে ট্যালেন্টপুলে ২৩ জন ও সাধারণ গ্রেডে ৭ জন।

গত বুধবার প্রকাশিত বৃত্তি ফলাফল থেকে জানা গেছে, সদর উপজেলায় মোট বৃত্তি পেয়েছে ১৪৩ জন শিক্ষার্থী। এর মধ্যে ট্যালেন্টপুলে ৫৬ জন ও সাধারণ গ্রেডে ৮৭ জন। উপজেলার পাঁচ ভাগের এক বৃত্তি দখলে রেখেছে প্রতিষ্ঠানটি।

বৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলো, ট্যালেন্টপুলে - তাসরিফ-ই-এলাহী, মেজবাউর রহমান, রাফসান মাহমুদ, মুনতাসির হক রাফিদ, আনাস রহমান, ফারদিন এহসান, আবু ইয়ামিনুল কবির ইভান, নাফিস আবদুল্লাহ, ইনতিসার আহমেদ বর্ষন, শাহরীয়ার লাবিব, সিয়াম আল সাদিক, শাম্মি আকতার, জেসিয়া আলম, উষা ইসলাম, হুমাইরা ইয়াসমিন দিনা, মুবাশ্বিরা রহমান, মাসুমা মেহজাবিন, পায়েল খাতুন, আফসানা মিমি, সুরাইয়া ইয়াসমিন লামিয়া, দীপান্বিতা অধিকারী। সাধারণ গ্রেডে যারা বৃত্তি পেয়েছে তারা হলো - মাহিন শেখ, আবু সাইদ, নাফিজা তাবাসসুম রোজা, দিনাত জাহান অপি, তাজকিয়া সালেহ, ইসরাত জাহান ঔশী, সামিয়া তাসনীম।

সাফল্যের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার আশাবাদ ব্যাক্ত করে জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজের উপাধাক্ষ্য সামসুর রহমান টুটুল জানান, প্রতি বছর আমাদের স্কুল জেলা চ্যাম্পীয়ন হয়। শুধু পিইসি নয় সকল পাবলিক পরীক্ষায় আমাদের শিক্ষার্থীরা সাফল্যের উচ্চ শিখরে থাকে। আমরা আমাদের শিক্ষার্থীদের মানসম্মতভাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করি। প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের সমন্বয় চেষ্টার ফসল এই প্রাপ্তি।

এ ব্যাপারে সদর উপজেলা শিক্ষা অফিসার আপিল উদ্দীন বলেন, জিনিয়াস স্কুলের সাফল্য চোখে পড়ার মত। তাদের জন্য শুভ কামনা। জিনিয়াস স্কুল আমাদেরই স্কুল। আমরা সার্বক্ষনিক তদারকি করি। এছাড়াও শহর ছাড়িয়ে গ্রামের স্কুল গুলোতেও পিইসি পরীক্ষায় বৃত্তি প্রাপ্তিতে বেশ সাফল্য আছে। এর মধ্যে শোলমারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকেও ১০ জন বৃত্তি পেয়েছে।

মেপ্র /ইএম

আলমডাঙ্গা একাডেমিতে ১৯ জনের বৃত্তি প্রাপ্তি

আলমডাঙ্গা একাডেমিতে ২০১৯ শিক্ষাবর্ষে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় সর্বমোট ৮২ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে ৪৬ জন শিক্ষার্থী জিপিএ ৫.০০ সহ সকলেই সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছিল।

গতকাল ২৬-০২-২০২০ তারিখ ২০১৯ শিক্ষাবর্ষের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার বৃত্তি ফলাফল প্রকাশ হয়। যার মধ্যে ১৫ জন ট্যালেন্টপুল এবং ০৪ জন সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি লাভ করে।

সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং মঙ্গল কামনা করা হয়েছে।

মেপ্র /আরপি

হরিনাকুণ্ডুর উচ্চাঙ্গ সংগীত শিল্পী আইভি ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পেয়েছে

দেশসেরা উচ্চাঙ্গ সংগীতের খুদে শিল্পী হরিনাকুন্ডুর শামীমা আক্তার আইভি এবছর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় হরিনাকুন্ডু মডেল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পেয়েছে।

সে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় ৫৮৫ নম্বর পেয়ে উপজেলায় মেয়েদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে।

আইভি পর পর দু ’বার উচ্চাঙ্গ সংগীতে প্রথম হয়ে প্রেসিডেন্ট অ্যাড . আব্দুল হামিদ এবং স্পিকার ড . শিরিন শারমিনের নিকট থেকে দেশসেরার পদক গ্রহন করে।

সে হরিনাকুন্ডু উপজেলার পারফলসী গ্রামের প্রভাষক বাবুল আক্তার ও মেহেরুন নেছার এক মাত্র কন্যা।

ভবিষ্যতে সে সংগীতের উপর উচ্চ শিক্ষা অর্জন করেত চাই। সকলের নিকট দোয়া প্রার্থী।

মেপ্র /আরপি

প্রাথমিকে বৃত্তি পেল সাড়ে ৮২

হাজার

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী (সিইসি) পরীক্ষার বৃত্তির ফল মঙ্গলবার প্রকাশ করা হয়েছে। এতে মোট ৮২ হাজার ৪২২ জন বৃত্তি পেয়েছে। একই সঙ্গে প্রকাশ করা হয়েছে পিইসি এবং ইবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনী (ইইসি) পরীক্ষার পুনঃনিরীক্ষণের ফল।

উভয় পরীক্ষায় ৮৪ হাজার ৩৩৯ শিক্ষার্থী ১ লাখ ২০ হাজার ১২৭টি ফল পরিবর্তনের আবেদন করেন। এর মধ্যে ২৭ হাজার ২০৯টি বিষয়ের ফল বিভিন্ন গ্রেডে পরিবর্তন হয়েছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সংবাদ সম্মেলনে প্রতিমন্ত্রী জাকির হোসেন বৃত্তির ফল প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, মেধা কোটায় (ট্যালেন্টপুল) ৩৩ হাজার, সাধারণ কোটায় সাড়ে ৪৯ হাজার শিক্ষার্থী বৃত্তি পেয়েছে। ট্যালেন্টপুলে বৃত্তিপ্রাপ্তরা ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত মাসে ৩০০ টাকা এবং সাধারণ কোটায় ২২৫ টাকা করে অর্থ পাবে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, এবার প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যার অনুপাতে উপজেলা/থানার কোটা নির্ধারণ করে ট্যালেন্টপুল বৃত্তি বণ্টন করা হয়।

সাধারণ বৃত্তি ইউনিয়ন ও পৌরসভা ও ওয়ার্ডভিত্তিক বিতরণ করা হয়। এবার মোট ৮ হাজার ২৪টি ইউনিয়ন/পৌরসভার ওয়ার্ডে প্রতিটিতে ৬টি (৩ জন ছাত্র ও ৩ জন ছাত্রী) হিসাবে ৪৮ হাজার ১৪৪টি এবং অবশিষ্ট ১ হাজার ৩৫৬টি বৃত্তি হতে প্রতিটি উপজেলা/থানা হতে আরও ২টি (একজন ছাত্র ও একজন ছাত্রী) করে ৫১১টি উপজেলা/থানায় ১ হাজার ২২টি সাধারণ এবং অবশিষ্ট ৩৩৪টি বৃত্তি হতে প্রতিটি জেলা হতে আরও ৪টি (২ জন ছাত্র ও ২ জন ছাত্রী) করে ৬৪টি জেলায় ২৫৬টি সাধারণ বৃত্তি প্রদান করা হয়ে হয়েছে। এছাড়াও পুনঃনিরীক্ষার ফল পরিবর্তন হওয়ায় ৭৮টি বৃত্তি রিজার্ভ রাখা হয়েছে।

জাকির হোসেন বলেন, বৃত্তির ফল ডিপিই'র ওয়েবসাইটে www.dpe.gov.bd-তে প্রকাশ করা হবে এবং স্থানীয়ভাবে বিভাগীয় উপপরিচালকের কার্যালয়/জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয় এবং উপজেলা পর্যায়ে পাওয়া যাবে।

উল্লেখ্য, ১৭ নভেম্বর শুরু হয় পিইসি ও ইইসি পরীক্ষায় ২৯ লাখ ৩

হাজার ৬৩৮ জন শিক্ষার্থী অংশ নেয়। এর মধ্যে প্রাথমিক সমাপনীতে ২৫ লাখ ৫৩ হাজার ২৬৭ জন ও ইবতেদায়ি সমাপনীতে ৩ লাখ ৫০ হাজার ৩৭১ জন ছাত্রছাত্রী ছিল।

২৭ হাজার ২০৯ জনের ফল পরিবর্তন : পঞ্চম শ্রেণির সমাপনী -ইবতেদায়ির পুনঃনিরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়েছে। দুটি ধাপে মোট ৮৪ হাজার ৩৩৯ জন ১ লাখ ২০ হাজার ১২৭টি আবেদন করে।

তার মধ্যে ২৭ হাজার ২০৯টি বিষয়ের ফল বিভিন্ন গ্রেডে পরিবর্তন হয়েছে। মঙ্গলবার প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর (ডিপিই) থেকে এ পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়েছে। ডিপিই থেকে জানা গেছে, গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর সমাপনী -ইবতেদায়ি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়।

পরদিন থেকে পরবর্তী ১৫ দিন পুনঃনিরীক্ষার আবেদন কার্যক্রম চলে। ফলাফলে সন্তুষ্ট না হয়ে ১ লাখ ১৩ হাজার ৫১৭টি আবেদন জমা পড়ে। তার মধ্যে বাংলায় ১৬ হাজার ৯৮৯টি, ইংরেজিতে ৩০ হাজার ১৬০, গণিতে ১৮ হাজার ৩৪৩টি, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচিতি বিষয়ে ১৬ হাজার ৮২২টি, সাধারণ বিজ্ঞানে ১৬ হাজার ৯৯০টি এবং বিজ্ঞান বিষয়ে ১৪ হাজার ২০৪টি আবেদন করা হয়। তার মধ্যে ২৪ হাজার ৭৯০ জনের বিভিন্ন গ্রেডে ফল পরিবর্তন হয়েছে।

অন্যদিকে পঞ্চম শ্রেণির ইবতেদায়িতে ৬ হাজার ৬১০টি আবেদন জমা পড়ে। এর মধ্যে বাংলায় ১ হাজার ৭৮টি, ইংরেজিতে ১ হাজার ৯৯২টি, গণিতে ৪১১টি, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচিত এবং সাধারণ বিজ্ঞানে ১ হাজার ৭৩৮টি, কুরআন বিষয়ে ৭৪৩টি এবং আরবিতে ১ হাজার ৪৪৮টি আবেদন জমা হয়।

সুত্র -যুগান্তর

সিনিয়রকে ‘দোস্ত’ বলায় ইবিতে সংঘর্ষ

কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইবি) সিনিয়র এক ছাত্রকে ‘দোস্ত’ বলায় ছাত্রদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। সংঘর্ষ ঠেকাতে গিয়ে হিমেল চাকমা নামের এক ছাত্র আহত হয়েছেন। তাঁকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

গত শনিবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে ক্যাম্পাসের শহীদ জিয়াউর রহমান হলের সামনে এ ঘটনা ঘটে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষার্থীর ভাষ্য, গত শনিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী জেবিয়ারকে বন্ধু ভেবে ‘দোস্ত’ বলে সম্বোধন করে আইন বিভাগের ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের ছাত্র কামাল হোসেন।

এ নিয়ে জেবিয়ারের কাছে কামাল দুঃখপ্রকাশ করেন। কিন্তু কামালকে শাসিয়ে পরে দেখা করতে বলেন জেবিয়ার। কামাল তাঁর বন্ধুদের নিয়ে জিয়াউর রহমান হলে জেবিয়ারের সঙ্গে দেখা করতে যান। সেখানে কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে জেবিয়ারকে মারধর করেন কামাল ও তাঁর বন্ধুরা।

ঘটনা জানতে পেরে ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতা সেখানে গিয়ে সমাধান করার চেষ্টা করেন। রাত সাড়ে ১১টার দিকে জিয়া হলের ২০৮ নম্বর কক্ষে কামাল অবস্থান করছেন জানতে পেরে জেবিয়ার তাঁর পক্ষের লোকজন নিয়ে কামালের কাছে যান।

এ সময় কামাল কক্ষ থেকে বের হননি। তখন জেবিয়ারের পক্ষের লোকজন দরজায় লাথি ও ইট-পাটকেল মারতে থাকেন। পরে তাঁরা হল থেকে বের হয়ে মোড়ে অবস্থান নেন। জিয়া হলসহ অন্য হলে থেকে আসা কামালদের পক্ষের লোকজনের সঙ্গে জেবিয়ারদের সংঘর্ষ বাঁধে। এ সময় উভয় পক্ষের নেতা-কর্মীদের হাতে দেশীয় অস্ত্র দেখা যায়।

সংঘর্ষে হিসাব বিজ্ঞান ও তথ্য পদ্ধতি বিভাগের ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষের ছাত্র হিমেল চাকমা নামের এক ছাত্রলীগ কর্মী গুরুতর আহত হন। তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাকেন্দ্রে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ঘটনার জের ধরে

জিয়াউর রহমান হলের ছাত্রলীগ কর্মী ইমতিয়াজের কক্ষ (৪১৫) ভাঙচুর করা হয়।

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন হিমেল চাকমা বলেন, সংঘর্ষ ঠেকাতে গেলে তাঁকে পরিকল্পিতভাবে একটি পক্ষ মারধর করে। তাঁর কপালে চারটি সেলাই পড়েছে। চোখেও দেখতে সমস্যা হচ্ছে।

রাতের ঘটনা সম্পর্কে প্রক্টর পরেশ চন্দ্র বর্মণের মোবাইল ফোনে বলেন, ‘জরুরি মিটিংয়ে ব্যস্ত আছি, পরে কথা বলব।’

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর আরিফ বলেন, ‘আমি ভিসি স্যারের রুমে আছি, পরে কথা বলছি।’

মেপ্র/আরপি

ছাত্রীদের সাথে অধ্যক্ষের নাচের ভিডিও ভাইরাল

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর সরকারি আদর্শ মহিলা ডিগ্রি কলেজের ছাত্রীদের সাথে অধ্যক্ষের উদ্দাম নাচের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। কলেজের বসন্ত বরণ অনুষ্ঠানে মঞ্চে উঠে হিন্দি গানের তালে নিজ কলেজের ছাত্রীদের সাথে নাচ করেন অধ্যক্ষ মো. আলাউদ্দিন।

শনিবার কলেজ প্রাঙ্গণে এ বসন্ত বরণ অনুষ্ঠিত হয়।

এক মিনিট ৩৫ সেকেন্ডের এ ভিডিওতে দেখা যায় অধ্যক্ষ মো. আলাউদ্দিন পাঞ্জাবি-পাজামার সাথে কালো রঙের হাফ সোয়েটার ও মাথায় টুপি পরিহিত অবস্থায় একটি হিন্দি গানের তালে ছাত্রীদের সাথে নাচ করছে। এতে ছাত্রীরা অধ্যক্ষের সাথে ঘনিষ্ট বন্ধুর মতো অঙ্গভঙ্গি করে নাচতে থাকে।

স্থানীয়রা জানান, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিজেদের কলেজের অধ্যক্ষকে ছাত্রীদের সাথে নাচতে দেখে অনেকেই হতবাক হয়েছেন। একজন

প্রতিষ্ঠান প্রধান হয়ে এ ধরণের কাজ অত্যন্ত গর্হিত।

এ বিষয়ে অধ্যক্ষ মো . আলাউদ্দিন বলেন , কলেজের মেয়েরা তাদের সাথে নাচ করার জন্য আবদার করলো। তাদের আবদার রাখতে আমি মঞ্চে উঠে একটু নাচ করেছি। বিষয়টি ঠিক হয় নি বলেও জানান তিনি। তিনি আরো বলেন, ঘটনাটি এভাবে ভাইরাল হয়ে পড়বে তা আগে ভাবিনি।

মেপ্র /ইএম

মেহেরপুরের ৯০ শতাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নেই শহীদ মিনার

মেহেরপুরের তিনটি উপজেলার ৯০ শতাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নেই শহীদ মিনার। দেশপ্রেম , ভাষা প্রেম , নাগরিক চেতনা গড়ার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোতে শহীদ মিনার না থাকায় শিক্ষার্থীরা একুশে ফেব্রুয়ারির চেতনা থেকে দুরে থেকে যাচ্ছে।

একুশ পেরোনোর ৬৮ বছর পরেও সেই অব্যক্ত ক্ষুধা থেকেই যাচ্ছে শিক্ষার্থীদের। তবে জেলা প্রশাসন থেকে আগামি বছর জেলার সবগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাধ্যতা মুলকভাবে শহীদ মিনার বাস্তবায়ন করার কথা জানানো হয়।

মেহেরপুর জেলায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোর মধ্যে মাধ্যমিক ও কলেজ রয়েছে ১৬৮টি , প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে ৩০৮টি এবং কিন্ডার গার্টেন রয়েছে ১৬৯টি। সব মিলিয়ে ৬৪৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে এ জেলায়। এর মধ্যে মাত্র ৪৯টি প্রতিষ্ঠানে শহীদ মিনার রয়েছে। প্রাইভেট ও কিন্ডারগার্টেন প্রতিষ্ঠান গুলোর একটিতেও নাই শহীদ মিনার।

জেলা শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে , মেহেরপুরের তিনটি উপজেলায় নিম্ম মাধ্যমিক , মাধ্যমিক , কলেজে মাদ্রাসা , ভোকেশনাল ও স্কুল এন্ড কলেজ রয়েছে ১৬৮টি।

এর মধ্যে মেহেরপুর সদর উপজেলায় নিম্ম মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক

বিদ্যালয় রয়েছে ৩৯টি, কলেজ রয়েছে ৪টি, মাদ্রাসা রয়েছে ১১টি, ভোকেশনাল ১টি, স্কুল এন্ড কলেজ ৩টি। এর মধ্যে ১২টি শহীদ মিনার রয়েছে।

গাংনী উপজেলায় নিম্ম মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে ৬৫টি, কলেজ রয়েছে ৮টি, মাদ্রাসা রয়েছে ১০টি, ভোকেশনাল ১টি, স্কুল এন্ড কলেজ ৩টি। এর মধ্যে ২০টিতে শহীদ মিনার রয়েছে।

মুজিবনগর উপজেলায় নিম্ম মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে ১৬টি, কলেজ রয়েছে ২টি, মাদ্রাসা রয়েছে ৪টি, ভোকেশনাল ১টি। এর মধ্যে ১৩টি প্রতিষ্ঠানে শহীদ মিনার রয়েছে।

এদিকে জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে তাদের চিত্র আরো করুণ। জেলার তিন উপজেলায় ৩০৮টি বিদ্যালয়ের মধ্যে মাত্র ৪টি বিদ্যালয়ে শহীদ মিনার রয়েছে। এর মধ্যে সদর উপজেলার ১০৯টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ২টিতে, গাংনীতে ১৬১টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ১টিতে এবং মুজিবনগর উপজেলায়৩৮টির মধ্যে ১টি বিদ্যালয়ে শহীদ মিনার রয়েছে।

জেলা জাসদের সভাপতি ওমর আলী জানান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শহীদ মিনার না থাকা অত্যন্ত দুঃখজনক ও লজ্জাস্কর। বর্তমান সরকারের দ্রুত এ দিকে নজর দেওয়া উচিত।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মহা. ফজলে রহমান বলেন, ৩০৮টি বিদ্যালয়ের মধ্যে মাত্র ৪টি বিদ্যালয়ে শহীদ মিনার রয়েছে। বিদ্যালয় গুলোতে ভবন নির্মানের প্রকল্পে শহীদ মিনার নির্মান ট্যাগ করে দিলে প্রতিটি বিদ্যালয়ে শহীদ মিনার নির্মান করা সম্ভব।

জেলা শিক্ষা অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) আমান উদ্দিন মন্ডল বলেন, জেলার এতগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শহীদ মিনার নাই সেটি বোধগম্য নয়। আমি নতুন এসেছি। বিষয়টি নিয়ে উর্ধতন মহলকে জানানো হবে।

মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক মোঃ আতাউল গনি বলেন, শতকরা ৯০ শতাংশ বিদ্যালয়ে শহীদ মিনার নেই এটি খুবই দুঃখজনক। ইতিপূর্বে বিষয়টি অনুধাবন করে স্থানীয় সংসদ সদস্য ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর মাধ্যমে জেলা পরিষদ থেকে বেশ কিছু বিদ্যালয়ে শহীদ মিনার তৈরি জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু জেলা পরিষদে প্রকৌশলী না থাকায় সেগুলো বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। তবে আগামি বছরের ২১ শে ফেব্রুয়ারির আগেই জেলার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শহীদ মিনার গড়ে

তোলা হবে।

মেহেরপুর ছহিউদ্দিন ডিগ্রী কলেজে বসন্ত বরণ

মেহেরপুর ছহিউদ্দিন ডিগ্রী কলেজে বসন্ত বরণ উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

শনিবার সকালে কলেজ প্রাঙ্গণে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

কলেজের অধ্যক্ষ একরামুল আযীমের সভাপতিত্বে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলেজের সহকারি অধ্যাপক বকুল উদ্দিন , সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি আদিব হোসেন আসিফ , সাধারণ সম্পাদক এ কে কুতুব। অনুষ্ঠানে ব্যান্ড শিল্পি মুইজ খন্দকারসহ স্থানীয়র শিল্পিরা সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশন করেন।

মেহেরপুরে এসএসসি পরীক্ষার দায়িত্ব থেকে ৫ শিক্ষককে বহিষ্কার

মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্র থেকে এসএসসি পরীক্ষায় দায়িত্ব ও কর্তব্যে অবহেলার অপরাধে ৫ শিক্ষককে (কক্ষ পরিদর্শক) কে পরীক্ষা থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। একই সঙ্গে কেন্দ্রের সকলকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

রবিবার সকাল ১১ টার দিকে মেহেরপুরের সহকারি কমিশনার (ভুমি) ও নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট মাঈন উদ্দিন শিক্ষকদের বহিষ্কার করেন।

বহিষ্কৃত শিক্ষকরা হলেন - গোভিপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক আল মামুন , শোলমারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক নাজিম উদ্দিন , ভৈরব মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক দিলারা পারভিন , জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজের সহকারি শিক্ষক আবু বক্কার ও মেহেরপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের সহকারি শিক্ষক মাসুদুর রহমান।

এদিকে এ ধরণের একটি ঘটনা ঘটলেও কেন্দ্র সচিব ও মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সেলিনা আক্তার বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টায় সাংবাদিকদের তথ্য দিতে অপরাগতা প্রকাশ করেন। তিনি কোন সাংবাদিককে এ বিষয়ে মোবাইল ফোনে তথ্য দিবেন না বলে ধস্তোক্তি দেখান। অথচ তার দায়িত্বে থাকা কেন্দ্রে একটি কক্ষে এ ধরণের ঘটনা ঘটেছে। এ দায়ভার কেন্দ্র সচিবও এড়াতে পারেন না। দায়িত্ব ও কর্তব্যে অবহেলায় তাঁর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া যায় কিনা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।

নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট মাঈন উদ্দিন মেহেরপুর প্রতিদিনকে জানান , মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের একটি কক্ষে ৫ শিক্ষক দায়িত্ব পালন করছিলেন। এসময় পরীক্ষার্থী একে অপরের খাতা দেখে হুবুহু পরীক্ষা দিচ্ছিলেন। বিষয়টি নিয়ে চ্যালেঞ্জ করলে সত্যতা বের হয়ে আসে। এ ঘটনায় ওই শিক্ষকদেও দায়িত্ব ও কর্তব্যে অবহেলার অপরাধে তাদের এসএসসি পরীক্ষা থেকে বহিষ্কার করা হয়। একই সঙ্গে কেন্দ্র সচিবের মাধ্যমে কেন্দ্রের সকল কক্ষের শিক্ষকদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

মেপ্র /ইএম